জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলী রেগুলেশন (সংশোধিত) ২০১৯

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলী রেগুলেশন (সংশোধিত) ২০১৯

(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ এর ২৪ (ঢ) ও ২৬ (৩) ধারা এবং আইনের তফসিলের ২নং সংবিধি অনুযায়ী প্রণীত রেগুলেশন)

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ

(১) এই রেগুলেশন 'বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলী রেগুলেশন', ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই রেগুলেশন অবিলম্বে কার্যকরী হইবে।

২। সংজ্ঞা ঃ বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই রেগুলেশনে

(ক) **"কলেজ" অর্থ অধিভুক্ত কলেজ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;**

(খ) "গভর্ণিং বডি" অর্থ একটি কলেজের গভর্ণিং বডি যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩নং সংবিধি অনুসারে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত;

(গ) "অধ্যক্ষ" অর্থ অধিভুক্ত এবং অংগীভূত কলেজের প্রধান;

(ঘ) "উপাধ্যক্ষ" অর্থ কলেজের উপাধ্যক্ষ;

(ঙ) "শিক্ষক" অর্থ কলেজের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষসহ স্থায়ী বা অস্থায়ী শিক্ষক। কলেজের গ্রন্থাগারিক, প্রদর্শক ও শরীরচর্চা শিক্ষকও শিক্ষক বলিয়া গণ্য হইবেন;

(চ) "খণ্ডকালীন শিক্ষক" অর্থ নিয়োগপত্রে উল্লিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে খণ্ডকালীন শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি। এই রেগুলেশনে বর্ণিত শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলী বিশেষভাবে উল্লিখিত না হইলে ইহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না;

(ছ) "বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

৩। শিক্ষকদের শ্রেণি বিভাগঃ

(ক) একটি কলেজে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক, প্রদর্শক, শরীরচর্চা শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিক থাকিবে। কোন কলেজে একাধিক শিফট থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব অনুমোদনক্রমে একাধিক উপাধ্যক্ষ নিয়োগ করা যাইবে;

খ) অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/সহকারী অধ্যাপক/প্রভাষক এর পদ সৃষ্টি করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট কলেজের গভর্ণিং বডির সিদ্ধান্তক্রমে সৃষ্টি করিতে পারিবে। পদ সৃষ্টির পর গভর্ণিং বডির রেজুলেশনসহ বিষয়টি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে অবহিত করিতে হইবে।

উক্ত পদসমূহের বিপরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বিধি অনুসরণ করিতে হইবে।

গ) শূন্য পদ না থাকিলে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগদান করা যাইবে না। তবে সংশ্লিষ্ট কলেজের গভর্ণিং বডির সিদ্ধান্তে সৃষ্ট পদে নিয়োগদান করা যাইবে।

ঘ) একটি কলেজে কর্মরত কোন ব্যক্তি অপর একটি কলেজে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তির জন্য নির্বাচিত হইলে নতুন কলেজে যোগদানের পূর্বে যে কলেজে তিনি কর্মরত সেই কলেজ হইতে এই মর্মে একটি ছাড়পত্র সংগ্রহ করিতে হইবে যে তাঁর নিকট সাবেক কলেজের কোন পাওনা নাই এবং তাঁহার ঐ কলেজ ত্যাগে তাঁহাদের কোন আপত্তি নাই।

৪। শিক্ষক পদে নিয়োগ/পদোন্নতির যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ঃ

(ক) অধ্যক্ষ নিয়োগ ঃ

১. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ন্যূনপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণিসহ স্নাতক পর্যায়ে পাঠদানকারী কোন কলেজের অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ/অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/সহকারী অধ্যাপকগণ উল্লিখিত পদে আবেদন করিতে পারিবেন। আবেদনকারীর ন্যূনতম ১৫ (পনের) বৎসরের ডিগ্রী কলেজ পর্যায়ে পাঠদানের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। আবেদনকারীর অবশ্যই ডিগ্রী কলেজের উপাধ্যক্ষ হিসাবে ৩ (তিন) বৎসর অথবা সহকারী অধ্যাপক হিসাবে ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

২. (i) কলেজে অধ্যক্ষ পদ শূন্য হইলে/অধ্যক্ষের অবর্তমানে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে উপাধ্যক্ষ/জ্যেষ্ঠতম ০৫ (পাঁচ) জন শিক্ষকের মধ্য হইতে যে কোন একজনকে দায়িত্ব প্রদান করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে পরবর্তী ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে বিধি মোতাবেক অধ্যক্ষ নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে হইবে। যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদানের ১ (এক) বৎসরের মধ্যে নিয়মিত অধ্যক্ষ নিয়োগদান করিতে ব্যর্থ হইলে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের স্বাক্ষরকৃত কাগজপত্র ও কার্যবিবরণী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত অথবা গৃহীত হইবে না।

(ii) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অধিভুক্ত/স্বীকৃত বিষয়সমূহের শিক্ষকদের মধ্যে হইতে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদান করিতে হইবে।

৩. ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদানের ১ (এক) মাসের মধ্যে গভর্ণিং বডির রেজুলেশনসহ বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়কে অবহিত করিতে হইবে।

৪. অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য প্রার্থী হিসাবে আবেদন করিতে ইচ্ছুক হইলে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তাহা গভর্নিং বডির সভাপতিকে অবহিত করিবেন এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে তাহার দায়িত্বভার থেকে তাহাকে অব্যহতি দেওয়ার জন্য আবেদন করিবেন। সভাপতি গভর্ণিং বডির সভায় তাহা উপস্থাপন করিবেন এবং বিধি মোতাবেক তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করিয়া অধ্যক্ষ পদের জন্য প্রার্থী হইবেন না এমন একজনকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদান করিবেন। উক্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করিবেন এবং নতুন অধ্যক্ষ যোগদান পর্যন্ত দায়িত্বরত থাকিবেন।

(খ) **উপাধ্যক্ষ নিয়োগ ঃ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ন্যূনপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণিসহ স্নাতক পর্যায়ে পাঠদানকারী কোন কলেজের উপাধ্যক্ষ/অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/সহকারী অধ্যাপকগণ উল্লিখিত পদে আবেদন করিতে পারিবেন। আবেদনকারীর ন্যূনতম ১২ (বার) বৎসরের ডিগ্রী কলেজ পর্যায়ে পাঠদানের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। আবেদনকারীর অবশ্যই ডিগ্রী কলেজের সহকারী অধ্যাপক হিসাবে কমপক্ষে ৩ (তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।**

(গ) সহযোগী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক (নিয়োগ/পদোন্নতি) ঃ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ন্যূনপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি, সহযোগী অধ্যাপক পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক পর্যায়ের কলেজে ১৭ (সতের) বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, সহযোগী অধ্যাপক পদে কর্মকালীন সময়ে স্বীকৃতমানের জার্নালে ২ (দুই) টি প্রকাশনা/একটি গবেষণাধর্মী পুস্তকসহ মোট ৬ (ছয়) টি প্রকাশনা থাকিতে হইবে।

(ঘ) সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক (নিয়োগ/পদোন্নতি) ঃ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ন্যূনপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণি, সহকারী অধ্যাপক পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক পর্যায়ের কলেজে ১৫ (পনের) বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, সহকারী অধ্যাপক পদে ২ (দুই) টি প্রকাশনাসহ মোট ৪ (চার) টি প্রকাশনা থাকিতে হইবে।

(ঙ) প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক (নিয়োগ/পদোন্নতি) ঃ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ন্যূনপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি, স্নাতক পর্যায়ের কলেজে প্রভাষক পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ প্রভাষক পদে কর্মকালীন সময়ে স্বীকৃতমানের জার্নালে ২ (দুটি) টি প্রকাশনা থাকিতে হইবে।

(চ) প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদে নিয়োগ/পদোন্নতির জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক গঠিত বিষয়ভিত্তিক নির্বাচনী বোর্ডের সুপারিশ থাকিতে হইবে। বিধি অনুযায়ী প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক-এর ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। অধ্যাপক পদের জন্য চতুর্থ এবং সহযোগী অধ্যাপকের জন্য ৫ম বেতন গ্রেড নির্ধারিত হইবে। নিয়োগ/পদোন্নতি প্রাপ্ত শিক্ষকদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বেতনক্রম এবং বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা থাকিবে। তবে উক্ত শিক্ষকদের বেতন ভাতা সংশ্লিষ্ট কলেজকে বহন করিতে হইবে।

নোট ঃ পিএইচডি ডিগ্রীর জন্য ২ (দুই) বৎসর এবং এমফিল/এমএস/এমএএস/এএমবিএ/এ্যাডভান্সড মাস্টার্স এর জন্য ১ (এক) বৎসরের অভিজ্ঞতা প্রমার্জন করা হইবে। ১ (এক) টি গবেষণাধর্মী পুস্তক ২ (দুই) টি প্রকাশনার সমান বুঝাইবে।

(ছ) প্রভাষক ঃ

১. **দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রীসহ দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। শিক্ষাজীবনের কোন পর্যায়েই তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী গ্রহণযোগ্য হইবে না। চাকুরীতে প্রথম প্রবেশের সময়সীমা ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) বৎসর (নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখে)। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এনটিআরসিএ-র সনদপ্রাপ্তগণ সৃষ্ট পদে নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে।**

২. **প্রফেশনাল বিষয়সমূহের শিক্ষকগণের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ঃ** সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি/যে কোন বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি থাকিতে হইবে। তবে শিক্ষাজীবনে একাধিক তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী গ্রহণযোগ্য হইবে না।

নোট ঃ সৃষ্ট পদে নিয়োগকৃত (অনার্স-মাস্টার্স পর্যায়ে পাঠদানের জন্য নিয়োগকৃত শিক্ষকসহ) শিক্ষকগণকে নির্ধারিত বেতনস্কেল অনুযায়ী নিয়মিতভাবে কলেজ তহবিল হইতে শতভাগ বেতন প্রদান করিতে হইবে।

(জ) **প্রদর্শক ঃ** সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণীর স্নাতক ডিগ্রী। তবে কম্পিউটার বিষয়ের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানে স্নাতক সম্মান সহ কম্পিউটারে ডিপ্লোমা থাকিতে হইবে। শিক্ষাজীবনে একাধিক তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(ঝ) **গ্রন্থাগারিক ঃ** গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক সম্মান/স্নাতকোত্তর অথবা গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়সহ দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণীর স্নাতক ডিগ্রী এবং তৎসহ সহকারী গ্রন্থাগারিক হিসাবে ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। শিক্ষা জীবনে একাধিক তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(ঞ) **শরীরচর্চা শিক্ষক ঃ** যে কোন বিষয়ে ন্যূনপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ বি.পি.এড. ডিগ্রী। শিক্ষাজীবনে একাধিক তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(ট) জিপিএ প্রাপ্ত আবেদনকারীদের বিভাগ/শ্রেণি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রণালয় প্রণীত নিয়ম প্রযোজ্য হইবে।

(ঠ) **নিয়োগ পরীক্ষা ঃ** শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার মানবন্টন নিম্নরূপে হইবে ঃ

১. শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার মোট নম্বর হইবে ৫০, যা নিম্নরূপে বন্টিত হইবে:

লিখিত (বিষয় ভিত্তিক) পরীক্ষা	-	২৫ নম্বর
শিক্ষাগত অর্জন (সনদ)	-	১২ নম্বর
মৌখিক পরীক্ষা	-	১৩ নম্বর
লিখিত পরীক্ষার		পাস নম্বর- ৯
মৌখিক পরীক্ষার		পাস নম্বর- ৫

নির্বাচিত হওয়ার জন্য লিখিত ও মৌখিক উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে পাশ নম্বর পাইতে হইবে।

২. অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষায় প্রশাসনিক দক্ষতা, যোগাযোগ দক্ষতা ও বাংলাদেশ বিষয়ক প্রশ্ন থাকিবে। এক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষায় পাস নম্বর হইবে ১০ (দশ) **এবং মৌখিক পরীক্ষায় পাস নম্বর হইবে ৬ (ছয়)।**

৩. অধ্যক্ষ পদে যে সকল প্রার্থীর বয়স ৫৫ (পঞ্চান্ন) বৎসর অতিক্রম করিয়াছে তাহারা স্থায়ী নিয়োগ লাভ করিতে পারিবেন না। তবে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের স্থায়ী নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সের শর্ত প্রযোজ্য হইবে না।

(ড) শিক্ষকগণ প্রথম নিয়োগকালীন যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি/চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবে।

৫। **শিক্ষক নির্বাচনী কমিটি**

(ক) নির্বাচনী কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হইবে ঃ

১. গভর্ণিং বডির সভাপতি বা তাঁহার মনোনীত ব্যক্তি	সভাপতি
২. বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর মনোনীত প্রতিনিধি (বিষয় বিশেষজ্ঞ)	১ জন
৩. মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি *[অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি হইবে কোন সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ/অধ্যাপক]*	১ জন
৪. গভর্ণিং বডি কর্তৃক মনোনীত (গভর্ণিং বডির সদস্য) প্রতিনিধি	১ জন
৫. সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ/ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ	সদস্য-সচিব

(খ) গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বহুল প্রচারিত ২ (দুই) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দরখাস্ত আহবান করিতে হইবে।

(গ) অধ্যক্ষসহ সকল শিক্ষককে নির্বাচনী কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে গভর্ণিং বডি নিয়োগদান করিবে।

(ঘ) অধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাচনী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত এবং গভর্ণিং বডি কর্তৃক অনুমোদিত প্রার্থিকে নিয়োগ দানের পূর্বে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(ঙ) প্রফেশনাল কলেজ/প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়োগ নির্বাচনী কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হইবে ঃ

১. গভর্ণিং বডির সভাপতি বা তাঁহার মনোনীত ব্যক্তি	সভাপতি
২. বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর মনোনীত প্রতিনিধি (বিষয় বিশেষজ্ঞ) (প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত হইলে সেক্ষেত্রে বিষয় বিশেষজ্ঞ ২ (দুই) জনের মধ্যে একজন হইবেন *মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি।*)	২ জন
৩. গভর্ণিং বডি কর্তৃক মনোনীত (গভর্ণিং বডির একজন সদস্য) প্রতিনিধি	১ জন
৪. সংশ্লিষ্ট কলেজ/প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ	সদস্য-সচিব

চ) তবে জাতীয় সংসদ সদস্য ব্যতীত নিয়োগ নির্বাচনী বোর্ডের কোন সদস্যই স্নাতক ডিগ্রীধারীর নীচে হইতে পারিবেন না।

৬। **শিক্ষানবিশী ঃ**

(ক) শিক্ষানবিশী কাল সাধারণতঃ ২ (দুই) বৎসর হইবে, তবে পদোন্নতিতে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকের বেলায় এই মেয়াদ ১ (এক) বৎসর হইবে।

(খ) সন্তোষজনক চাকুরীর ভিত্তিতে শিক্ষানবিশী কাল শেষ হইলে গভর্ণিং বডি একজন শিক্ষককে স্থায়ীভাবে নিয়োগদান করিবে। শিক্ষানবিশী কাল শেষ হওয়ার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে গভর্ণিং বডিকে এ বিষয়ে একটি কার্যকরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে অবহিত করিতে হইবে।

(গ) কোন শিক্ষানবিশ শিক্ষকের কাজের গুণগতমান ও আচরণ সন্তোষজনক না হইলে এবং অদূর ভবিষ্যতে সন্তোষজনক হওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলে গভর্ণিং বডি তাঁহাকে চাকুরী হইতে অব্যাহতি দিতে অথবা পদোন্নতির ক্ষেত্রে পূর্ব পদে বহাল করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, অদূর ভবিষ্যতে কাজের গুণগত মান অথবা আচরণ সন্তোষজনক হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে গভর্ণিং বডি তাঁহার শিক্ষানবিশীকাল অনুর্ধ ১ (এক) বৎসর বাড়াইতে পারিবে।

৭। গভর্ণিং বডি প্রত্যেক শিক্ষককে একটি নিয়োগপত্র প্রদান করিবে এবং এই পত্রে বেতনক্রম, ভাতা ও চাকুরীর শর্তাবলীর উল্লেখ থাকিবে। ইহা ব্যতীত সাময়িক নিয়োগের ক্ষেত্রে কত দিনের জন্য নিয়োগ করা হইল এবং স্থায়ী নিয়োগের ক্ষেত্রে কত দিনের জন্য শিক্ষানবিশী থাকিবে তাহারও উল্লেখ থাকিবে।

৮। **খণ্ডকালীন শিক্ষক ঃ**

কলেজ কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে নিয়োগপত্রে উল্লিখিত শর্তে তাঁহাকে একজন খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে নিয়োগদান করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কলেজের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ খণ্ডকালীন ভিত্তিতে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না এবং একজন পূর্ণকালীন শিক্ষক খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে একাধিক কলেজে শিক্ষকতা করিতে পারিবেন না। তবে আইন কলেজের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনবোধে এই বিধি শিথিল করিতে পারিবে।

৯। **বেতন ও ভাতা ঃ**

প্রত্যেক কলেজে সকল শ্রেণীর শিক্ষকের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত এবং অথবা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বেতনক্রম এবং বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা থাকিবে।

১০। **খণ্ডকালীন শিক্ষকের সম্মানী ও ভাতা ঃ**

একজন খণ্ডকালীন শিক্ষকের সম্মানী ও ভাতা পূর্বে নির্ধারিত হইবে এবং তাহার নিয়োগপত্রে উল্লিখিত থাকিবে।

১১। **উচ্চতর বেতন ঃ**

বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন অথবা উচ্চতর ডিগ্রীপ্রাপ্ত একজন শিক্ষককে উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন প্রদান করা যাইবে। তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ উচ্চতর বেতনের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৩ (তিন) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (Increment) হইতে অধিক হইবে না।

১২। **বিভাগীয় প্রধান ঃ অনার্স/মাস্টার্স শিক্ষাকার্যক্রম পাঠদানকারী কলেজের স্নাতক (সম্মান) বিষয়ের শিক্ষক হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতম শিক্ষক বিভাগীয় প্রধান হওয়ার যোগ্য হইবেন। উল্লেখ্য যে, অনার্স/মাস্টার্স পাঠদানকারী অন্য কোন কলেজে সংশ্লিষ্ট বিভাগে শিক্ষক হিসাবে অভিজ্ঞতা থাকিলে তাহা গণনা করিয়া জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা যাইবে। জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ৩ (তিন) বৎসর অন্তর বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব গভর্ণিং বডি কর্তৃক পরিবর্তিত হইবে। তবে প্রভাষক কখনো বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করিলে তাহা হইবে চলতি দায়িত্ব।**

১৩। **শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ**

(ক) কলেজের শিক্ষকগণ সকল সময়ে সততা ও কর্তব্য পরায়ণতার সহিত কর্ম পালন করিবেন এবং পদ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে কঠোর ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ হইবেন।

(খ) নিয়োগের শর্তাবলীতে স্পষ্টভাবে অন্যরূপ উল্লেখ না থাকিলে প্রত্যেক কলেজ শিক্ষক সার্বক্ষনিক শিক্ষকরূপে গণ্য হইবেন।

(গ) কলেজের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কার্যকলাপের সহিত কোন কলেজ শিক্ষক নিজকে জড়িত করিবেন না।

(ঘ) একজন শিক্ষক নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করিবেন ঃ

১. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী মোতাবেক ক্লাশ (লেকচার, টিউটোরিয়াল ও প্রাকটিক্যাল) গ্রহণ ;
২. আলোচনা, সেমিনার ও ডেমনস্ট্রেশন ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষাদান;
৩. ছাত্র/ছাত্রীদিগকে ব্যক্তিগত নির্দেশনা ও পরামর্শদান;
৪. পরীক্ষা পরিচালনা, বিজ্ঞান গবেষণাগার সংগঠন এবং অন্যান্য পাঠ্যক্রম ও সহপাঠ্যক্রম সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডে কলেজ কর্তৃপক্ষকে সহায়তা দান;
৫. ছাত্রদের অথবা কলেজের স্বার্থে অধ্যক্ষ অথবা গভর্ণিং বডি কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন।

(ঙ) একজন শিক্ষক শিক্ষাদানের পাশাপাশি গবেষণাকর্মেও রত থাকিবেন।

(চ) একজন শিক্ষক সাধারণতঃ প্রতি সপ্তাহে টিউটোরিয়াল, প্রাকটিক্যাল এবং সেমিনারসহ ২৪ পিরিয়ড শিক্ষা দান করিবেন।

(ছ) কোন শিক্ষক নিজ প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বেতনসহ অথবা বিনা বেতনে কোন কাজ করিতে পারিবেন না। তবে শর্ত থাকে যে, নিজ প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের পরিপন্থী না হইলে শিক্ষকদের ক্ষেত্রে অধ্যক্ষের এবং অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষের ক্ষেত্রে গভর্ণিং বডির লিখিত অনুমতিক্রমে ইহা করা যাইবে।

(জ) সাধারণভাবে জনসাধারণ ভোগ করিয়া থাকে এমন সব নাগরিক অধিকার চর্চার এবং সরকারি বা নির্বাচিত পদের জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবার স্বাধীনতা শিক্ষকদের থাকিবে।

(ঝ) যদি কোন শিক্ষককে কোন সরকারি দায়িত্ব বা নির্বাচিত পদে দায়িত্ব পালনের স্বার্থে শিক্ষাদান কর্তব্য পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে এই দায়িত্ব পালনকালে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে তাঁর জ্যেষ্ঠ্যতা এবং পেনশন প্রাপ্তির সুবিধা বজায় থাকিবে এবং সরকারি বা নির্বাচিত পদে দায়িত্ব পালন শেষে পূর্বতন পদ বা সমমানের পদে প্রত্যাবর্তন করিতে পরিবে।

১৪। <u>ইস্তফা ঃ</u>

বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে গভর্ণিং বডি অন্য রকম কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে চাকুরী হইতে ইস্তফা দান করিতে হইলে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন শিক্ষককে ন্যূনপক্ষে ২ (দুই) মাস এবং একজন শিক্ষানবিশ শিক্ষককে ন্যূনপক্ষে ১ (এক) মাস পূর্বে ইস্তফাদানের ইচ্ছা লিখিতভাবে কলেজকে অবহিত করিতে হইবে।

এই শর্ত লঙ্ঘিত হইলে অবহিতকরণের সময় ইস্তফাদানের নির্ধারিত সময় হইতে যতদিন কম হইবে ততদিনের বেতন বাজেয়াপ্ত করা যাইবে অথবা গভর্ণিং বডি যেভাবে উপযুক্ত মনে করিবে সেইভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৫। <u>অবসর গ্রহণ ও চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি ঃ</u>

(ক) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজের কোন শিক্ষকের বয়স যেই দিন ৬০ (ষাট) বৎসর পূর্ণ হইবে সেই দিন থেকেই কোনরূপ সেশন বেনিফিট ব্যতিরেকে তিনি অবসর গ্রহণ করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, একজন শিক্ষকের বয়স ৬০ (ষাট) বৎসর অতিক্রম করিলেও গভর্ণিং বডি কলেজের পাঠদানের স্বার্থে তাঁহাকে নিম্নলিখিত শর্তাধীনে তাঁহার চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

১. এইরূপ শিক্ষক সিভিল সার্জন এর নিকট হইতে তাঁহার শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতা সম্পর্কে সন্তোষজনক প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিবেন;
২. এক সঙ্গে ২ (দুই) বৎসরের বেশী সময়ের জন্য **চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি** করা যাইবে না;
৩. ৬৫ বৎসর বয়সের পরে এইরূপ **চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি** করা যাইবে না;
৪. চাকুরীর মেয়াদ শেষ হওয়ার ন্যূনপক্ষে ৩ (তিন) মাস পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করিতে হইবে।

(খ) এরূপ চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি গভর্ণিং বডির সুপারিশক্রমে ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

১৬। <u>চাকুরী হইতে অব্যাহতি ঃ</u>

কোন শিক্ষক স্বাস্থ্যগত কারণে শিক্ষকতার কার্যে অপারগ হইলে অথবা আর্থিক কারণে গভর্ণিং বডি কোন শিক্ষকের পদ বিলুপ্ত করিলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে চাকুরী হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিক্ষককে স্বাস্থ্যগত কারণে চাকুরী হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইবে যদি এই উদ্দেশ্যে গভর্ণিং বডি কর্তৃক গঠিত চিকিৎসা বোর্ড এইরূপ সুপারিশ করে এবং সে সুপারিশ গভর্ণিং বডি কর্তৃক গৃহীত হয়; আরও শর্ত থাকে যে, আর্থিক কারণে কোন স্থায়ী পদ বিলুপ্ত করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং যে শিক্ষককে তাঁহার চাকুরী হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে তাঁহাকে গভর্ণিং বডি কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।

১৭। <u>শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ঃ</u>

ক. পেশাগত অসদাচরণ অথবা নৈতিক স্খলনের জন্য গভর্ণিং বডি একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে ।

নিম্নলিখিত অভিযোগগুলি পেশাগত অসদাচরণ বলিয়া বিবেচিত হইবে ঃ

১. ক্লাশ গ্রহণে সময়ানুবর্তিতার অভাব এবং অথবা ক্লাশ চলাকালে অন্যকোন কাজে ব্যস্ত থাকা;
২. বিনা অনুমতিতে কর্তব্য হইতে অনুপস্থিতি;
৩. কর্তব্য পালনে অবহেলা বা উদাসীনতা;
৪. পূর্বে অবহিতকরণ ব্যতিরেকে ছুটির মেয়াদ বর্ধিতকরণ;
৫. অধ্যক্ষ এবং/অথবা গভর্ণিং বডির কোন বৈধ ও যুক্তিসংগত নির্দেশ একাকী অথবা অন্যান্যদের সহযোগে অমান্য করা ;
৬. কলেজের কোন সম্পদ অপচয় করা বা কোন প্রকার বৈধ ক্ষমতা ব্যতীত ব্যবহার করা;
৭. এমন কোন কার্য যাহা শিক্ষক এবং/অথবা ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে বিশৃঙ্খলা অথবা নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি করিতে পারে; সমুদয় এইরূপ কার্য যাহা গভর্ণিং বডি অথবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কলেজ স্বার্থ বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিবে।
৮. **কলেজ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি সংক্রান্ত অভিযোগ।**

(খ) অধিভুক্ত বেসরকারি কলেজের কোন শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত বা অব্যাহতি প্রদানের পূর্বে অভিযুক্ত শিক্ষককে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করিবার এবং বক্তব্য থাকিলে তাহা পেশ করিবার এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দান করিতে হইবে।

(গ) তদন্ত চলাকালীন সময়ে অভিযুক্ত শিক্ষককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হইলে তাঁহাকে তাঁহার মূল বেতনের ৫০% অর্থ জীবন ধারণ ভাতা হিসাবে প্রদান করিতে হইবে। উল্লেখ্য, কোন শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করিলে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বিভাগীয় কার্যধারা সম্পন্ন করিতে হইবে। যদি বিশেষ কোন কারণে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বিভাগীয় কার্যধারা সম্পন্ন না করা যায় তাহা হইলে সাময়িক বরখাস্তকৃত শিক্ষককে পূর্ণ বেতন প্রদান করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে,

(ঘ) পেশাগত অসদাচরণ অথবা নৈতিক স্খলনের অভিযোগের বিষয়টি গভর্ণিং বডি কর্তৃক নিযুক্ত ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি দ্বারা তদন্ত করিতে হইবে।

তদন্ত কমিটির কাঠামো ঃ

১.	আহবায়ক জেলার যে কোন সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অথবা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি [সহযোগী অধ্যাপকের নীচে নহে এমন ব্যক্তি; তবে অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষের ক্ষেত্রে কোন সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ/অধ্যাপক]	১ জন
২.	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি	১ জন
৩.	বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রতিনিধি (প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার নীচে নহে এমন ব্যক্তি)	১ জন
৪.	কলেজ গভর্ণিং বডি কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি (তন্মধ্যে একজন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত শিক্ষক প্রতিনিধি এবং অন্য একজন সংশ্লিষ্ট কলেজের শিক্ষকদের মধ্য হইতে মনোনীত হইবেন। তবে কোন অভিযোগকারী তদন্ত কমিটির সদস্য মনোনীত হইতে পারিবেন না)	২ জন

(ঙ) ১৭ (ঘ) ধারায় উল্লিখিত তদন্ত কমিটির কাঠামো মোতাবেক গভর্ণিং বডির সভায় তদন্ত কমিটি গঠন করিতে হইবে। কমিটির আহ্বায়ক (জেলার যে কোন সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অথবা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি) ও বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মতিপত্রসহ তদন্ত কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধির জন্য নির্ধারিত ফরম পূরণ করিয়া আবেদন করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি প্রাপ্তির পর তদন্ত কাজ সম্পন্নকরতঃ তদন্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে গভর্ণিং বডির সভায়

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। গৃহিত সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনুমতি/নির্দেশনা প্রাপ্তির পরই অভিযুক্ত শিক্ষকের বিষয়ে নির্দেশনা মোতাবেক চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যাইবে।

১৮। **শাস্তির প্রকারভেদ ঃ**

অপরাধের মাত্রা অনুসারে নিম্নের যে কোন একটি বা একাধিক শাস্তি প্রদান করা যাইবে ঃ

(ক) তিরস্কার, (খ) বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি বাতিলকরণ, (গ) চাকুরী হইতে অপসারণ এবং (ঘ) বরখাস্তকরণ।

১৯। **আপীল ঃ**

(ক) একজন অধ্যক্ষ গভর্ণিং বডি কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হইলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের নিকট আপীল করিতে পারিবেন;

(খ) অধ্যক্ষ ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষক গভর্ণিং বডি কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হইলে তিনি ভাইস-চ্যান্সেলরের নিকট আপীল করিতে পারিবেন;

(গ) অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষসহ যে কোন শিক্ষককে চাকুরী হইতে অব্যাহতি দান, অপসারণ অথবা বরখাস্ত করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতির প্রয়োজন হইবে;

(ঘ) সিন্ডিকেট এবং/অথবা ভাইস-চ্যান্সেলর যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন তাহাই সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২০। **ছুটি অধিকার নয় ঃ**

কর্তব্য পালনের মাধ্যমে ছুটি অর্জিত হইবে তবে ইহা কখনও অধিকার হিসাবে দাবী করা যাইবে না। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ একজন শিক্ষকের ছুটির আবেদন মঞ্জুর, না-মঞ্জুর অথবা মঞ্জুরকৃত ছুটির আদেশ প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

২১। **দীর্ঘ অবকাশ ঃ**

দীর্ঘ অবকাশ কালে একজন শিক্ষক কর্তব্যরত হিসাবে গণ্য হইবেন, তবে শর্ত থাকে যে, দীর্ঘ অবকাশের অব্যবহিত পূর্বে বা পরে অর্ধগড় বেতনে ছুটি প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও যদি কোন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকেন অথবা তিনি বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটিতে থাকেন তবে দীর্ঘ অবকাশের সময় তাঁহাকে কর্তব্যরত হিসাবে গণ্য করা হইবে না।

২২। **ছুটি লাভের জন্য ন্যূনতম চাকুরী ঃ**

(ক) শিক্ষক হিসাবে ন্যূনপক্ষে ২ (দুই) বৎসর কাজ না করিয়া থাকিলে কোন শিক্ষক নৈমিত্তিক ছুটি ব্যতিরেকে অন্য ছুটির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন না;

(খ) বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ক-উপধারায় বর্ণিত ২ (দুই) বৎসরে স্বাস্থ্যগত কারণে অধ্যক্ষ একজন শিক্ষককে অনধিক ১৫ (পনের) দিন ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

২৩। **নৈমিত্তিক ছুটি ঃ**

একজন সরকারি কলেজের শিক্ষক যতদিন নৈমিত্তিক ছুটি পাইতে পারেন একজন বেসরকারি কলেজের শিক্ষকও ততদিন নৈমিত্তিক ছুটি পাইতে পারিবেন।

২৪। **অর্জিত ছুটি ঃ**

একজন সরকারি কলেজের শিক্ষক যে শর্তে যতদিন অর্জিত ছুটি পাইতে পারেন একজন বেসরকারি কলেজের শিক্ষকও সে শর্তে ততদিন অর্জিত ছুটি পাইতে পারিবেন।

২৫। **চিকিৎসা ছুটি ঃ**

(ক) একজন শিক্ষক পূর্ণ ১ (এক) বৎসর চাকুরীর জন্য ১০ (দশ) দিন চিকিৎসা ছুটি পাইতে পারিবেন;

(খ) একজন নিবন্ধনকৃত চিকিৎসকের নিকট হইতে প্রত্যয়ন ও সুপারিশ পত্র দাখিল সাপেক্ষে একজন শিক্ষককে স্বাস্থ্যগত কারণে একসঙ্গে অনধিক ৭ (সাত) দিনের ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে। বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে স্বাস্থ্যগত কারণে চিকিৎসকের সুপারিশ প্রাপ্তি সাপেক্ষে গভর্ণিং বডি একজন শিক্ষককে পূর্ণগড় বেতনে অনধিক ১ (এক) মাস এবং অর্ধগড় বেতনে অনধিক ৩ (তিন) মাসের ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন, যদি এই প্রকারের ছুটি শিক্ষকের পাওনা থাকে। যদি এই প্রকার ছুটি পাওনা না থাকে তবে গভর্ণিং বডি যতদিন প্রয়োজন মনে করিবেন ততদিন বিনা বেতনে ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

২৬। **ছুটির হিসাব ঃ**

কলেজের প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য আলাদা ছুটির হিসাব সংরক্ষণ করিতে হইবে।

২৭। **প্রসবকালীন ছুটি ঃ**

একটি কলেজে ন্যূনপক্ষে ৫ (পাঁচ) বৎসর শিক্ষকতা করিলে একজন শিক্ষিকাকে পূর্ণ গড়বেতনে একসঙ্গে ৬ (ছয়) মাসের প্রসবকালীন ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে এবং তাহার সমগ্র চাকুরী জীবনে সর্বমোট অনধিক ২ (দুই) বার এইরূপ প্রসবকালীন ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে। তবে চাকুরীকাল ৫ (পাঁচ) বৎসর পূর্ণ না হইলেও সমন্বয় করা সাপেক্ষে তাঁহাকে আগাম প্রসবকালীন ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

২৮। **শিক্ষা ছুটি ঃ**

একজন শিক্ষক একটি কলেজে ন্যূনপক্ষে বিরতিহীন ৩ (তিন) বৎসর শিক্ষকতা করিলে এবং তাঁহার পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলে গভর্ণিং বডি একজন শিক্ষককে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে -

(ক) একজন শিক্ষকের সর্বমোট চাকুরীকালে এইরূপ ছুটি ৪ (চার) বৎসরের অধিক হইবে না।

(খ) এইরূপ শিক্ষা ছুটিতে থাকা কালে একজন শিক্ষক পূর্ণ গড় বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

(গ) সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে এই মর্মে লিখিতভাবে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে হইবে যে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের পর সংশ্লিষ্ট কলেজে ন্যূনপক্ষে ৮ (আট) বৎসর চাকুরী করিবেন। অন্যথায় তিনি শিক্ষা ছুটিতে থাকা কালে বেতন হিসাবে গ্রহণ করা সমূদয় অর্থ ফেরৎ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

২৯। **অসাধারণ ছুটি ঃ**

(ক) একজন শিক্ষকের সর্বমোট চাকুরী কালে তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসরের অসাধারণ ছুটি প্রাপ্য হইবেন। অসাধারণ ছুটির জন্য তিনি কোন প্রকার বেতন পাইবেন না এবং এইরূপ অসাধারণ ছুটি ভোগ করিলে ছুটি কাল তাঁহার চাকুরীর জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণে গণনা করা হইবে না।

(খ) সরকারি মনোনয়ন অথবা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী গভর্ণিং বডি ছুটির সময়সীমা শিথিল করিতে পারিবে।

৩০। **কর্তব্য ছুটি ঃ**

কলেজ একজন শিক্ষককে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কর্তব্য ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে ঃ

(ক) কোন শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষা/গবেষণা ইনষ্টিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকার কর্তৃক গঠিত কোন সংস্থা, কমিটি অথবা একাডেমিক ইউনিটের সভায় যোগদান বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত কোন দায়িত্ব পালন ;

(খ) বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকার কর্তৃক কলেজ শিক্ষকদের জন্য পরিচালিত কোন প্রশিক্ষণ কোর্স/প্রোগ্রামে যোগদান;

(গ) কোন আদালতে একজন জুরী হিসাবে অথবা সরকারি সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত হওয়া;

(ঘ) শিক্ষা বিভাগ অথবা কোন কলেজ অথবা কোন সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা/শিক্ষক বিষয়ক সমিতির আমন্ত্রণে বক্তৃতা প্রদান।

৩১। **ভবিষ্যৎ তহবিল ঃ**

(ক) কলেজের প্রত্যেক স্থায়ী শিক্ষককে অংশীদারী (contributory) ভবিষ্যৎ তহবিলের সুবিধা দিতে হইবে।

(খ) প্রত্যেক শিক্ষক প্রতিমাসে তাঁহার বেতনের ১০% অংশীদারী ভবিষ্যৎ তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁহার প্রদত্ত অর্থের সমান অর্থ তাঁহার অংশীদারী ভবিষ্যৎ তহবিলে প্রদান করিবেন।

৩২। **ভাতা ইত্যাদি ঃ**

(ক) কলেজ শিক্ষকগণকে বাড়ী ভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা এবং অন্যান্য প্রাপ্তির সুবিধাদি কলেজের আর্থিক সঙ্গতি থাকা সাপেক্ষে প্রদান করিবে।

(খ) কলেজের অধ্যক্ষের জন্য বিনা ভাড়ায় আবাসনের ব্যবস্থা থাকিবে।

৩৩। **আনুতোষিক ঃ**

(ক) প্রত্যেক কলেজ শিক্ষকদের কল্যাণার্থে আনুতোষিকের ব্যবস্থা থাকিবে।

(খ) একজন কলেজ শিক্ষক পদচ্যুত অথবা চাকুরী হইতে অপসারিত অথবা বরখাস্ত হইয়া না থাকিলে অসময়ে মৃত্যু দুর্ঘটনা জনিত অক্ষমতা অথবা দীর্ঘস্থায়ী পীড়াজনিত কারণে অক্ষমতা অথবা আর্থিক অসঙ্গতির কারণে পদবিলুপ্তির জন্য চাকুরী হইতে অব্যাহতির কারণে নীচের (গ) উপধারা মোতাবেক আনুতোষিক পাইবেন।

(গ) ন্যূনপক্ষে পাঁচ (৫) বৎসর একটি কলেজে সন্তোষজনকভাবে চাকুরী সম্পন্ন করার পর একজন শিক্ষক অবসর গ্রহণ করিলে অথবা চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হইলে তাঁহার অথবা তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার পরিবারকে ন্যূনপক্ষে তাঁহার শেষ গ্রহণ করা মূল বেতনের সমান ১ (এক) মাসের বেতন স্বীকৃত (কোয়ালিফাইং) চাকুরীকালের প্রতি বৎসরের জন্য মঞ্জুর করা যাইবে।

৩৪। **গোষ্ঠী বীমা ঃ**

শিক্ষকবৃন্দের সুবিধার্থে কলেজ গোষ্ঠীবীমা প্রচলন করিতে সচেষ্ট হইবে।

৩৫। **রেগুলেশনে নাই এমন বিষয়সমূহ ঃ**

এই রেগুলেশনে কোন বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ না থাকিলে বিষয়টি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গোচরে আনয়ন করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

"বেসরকারি অনার্স/ডিগ্রী কলেজ শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলী রেগুলেশন" এর শিরোনাম "অধিভুক্ত বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলী রেগুলেশন" এই নামে প্রতিস্থাপিত করা হইল। উপরোক্ত প্রস্তাবিত ধারাসমূহ ব্যতীত পূর্বের বেসরকারি অনার্স/ডিগ্রী কলেজ শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলী রেগুলেশনের অন্যান্য ধারা ও উপ-ধারা অপরিবর্তিত থাকবে। প্রস্তাবিত রেগুলেশন অনুমোদিত হইলে পূর্বের রেগুলেশন অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

(এই রেগুলেশন ২২.০৬.২০১৯ তারিখে একাডেমিক কাউন্সিল সভায় সুপারিশকৃত, ২৪.০৬.২০১৯ তারিখে সিন্ডিকেট সভায় অনুমোদিত এবং ২৯.০৬.২০১৯ তারিখে সিনেট সভায় অনুসমর্থিত)

মোল্লা মাহফুজ আল-হোসেন
রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত)
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর।